বিশ্ব বাণিজ্য কেন্দ্র হামলার পর প্রায় এক মাসব্যাপী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আফগানিস্তানে হামলা করে চলছে। তারা আফগানিস্তানে আশ্রয় গ্রহণকারী সৌদি ভিন্ন মতাবলম্বী ওসামা বিন লাদেনকে জীবিত বা মৃত ধরতে চায়। চায় আফগানিস্তানে তালেবান সরকারের পতন। অথচ আফগানিস্তানে সোভিয়েট সরকারের সমর্থনপুষ্ট সরকারকে পতন ঘটানোর জন্য যুক্তরাষ্ট্র তালেবানদের প্রশ্রয় দিয়েছিল। যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট বুশ এ যুদ্ধকে ক্রুসেড বলে অভিহিত করেছিলেন। পরে অবশ্য তিনি একে সন্ত্রাস বিরোধী যুদ্ধ বলে অভিহিত করেন। মার্কিনিদের এ যুদ্ধের পেছনে কি সন্ত্রাস নির্মূলের জন্য লাদেনকে ধরাই উদ্দেশ্য! না কি এর পেছনে রয়েছে মার্কিনিদের অস্ত্র ব্যবসার হিসাব।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ উত্তর বিশ্ব দৃশ্যত দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে। অস্ত্র বাজারের বড় ব্যবসায়ী হয়ে ওঠে আমেরিকা ও রাশিয়া। স্নায়ু যুদ্ধকালীন বিশ্বে এই দুই দেশ তৃতীয় বিশ্বের বৈরী ভাবাপন্ন দুইটি দেশের মধ্যে প্রতিযোগিতামূলক অস্ত্র বিক্রি করেছে। একে অপরের বিরুদ্ধে মদত দিয়ে যুদ্ধ টিকিয়ে রেখেছে। ফলে ইরান ও ইরাকের মধ্যে যুদ্ধ হয়েছে দীর্ঘমেয়াদি।

স্নায়ুযুদ্ধ উত্তর বিশ্বে এখন আমেরিকা, রাশিয়ার সঙ্গে ফ্রান্স, ব্রিটেন, জার্মানি, ইসরাইল, চীন, স্পেন, ইটালি, সুইডেন নেমেছে অস্ত্র ব্যবসায়। প্রতিদিন দেশগুলো উৎপাদন করছে অত্যাধুনিক মারণাস্ত্র। এ অস্ত্র কিনে নিচ্ছে তৃতীয় বিশ্বের বিভিন্ন দেশ। বিভিন্ন সশস্ত্র সংগঠন। অস্ত্র উৎপাদনকারী দেশগুলো সর্বদা চায় বিশ্বে যুদ্ধাবস্থা বজায় থাকুক। কখনও বা তারা অস্ত্র ব্যবসার কারণে নিজেরাই যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। ইরাক কুয়েত আক্রমণের পরে আমেরিকা বিলিয়ন ডলারের অস্ত্র ব্যবসা করেছে।

এসব কারণে আফগানিস্তানে সন্ত্রাস বিরোধী হামলার নেপথ্যে মার্কিনি অস্ত্র ব্যবসার উদ্দেশ্য রয়েছে বলে পর্যবেক্ষকরা ধারণা করছে। যুদ্ধকে দীর্ঘমেয়াদি করার জন্য আমেরিকা নিচ্ছে নানা কৌশল। তারা সন্ত্রাসের মদতদানকারী রাষ্ট্রকেও হামলা করার ঘোষণা দিচ্ছে। সারা বিশ্বে নিজেদের অবস্থান ও অস্ত্র ব্যবসা সুসংহত করছে।

আমেরিকার আফগানিস্তানে হামলার কারণে প্রতিদিন মারা যাচ্ছে নিরীহ মানুষ। হামলা হচ্ছে খাদ্য গুদামে। রহস্যজনক কারণে আমেরিকার অত্যাধুনিক বোমারু বিমান ভেদ করতে পারছে না লাদেনের ঘাঁটি। বিশ্বের শান্তিকামী মানুষ আর যুদ্ধ দেখতে চায় না। তারা চায় না সন্ত্রাস সন্ত্রাস দিয়ে নির্মূল হোক।